ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিবিধ অপরাধের ক্ষেত্র ঢা.বি. ক্যাম্পাস

ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ থেকে ধর্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে

রাশেদুল হাসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবং হলগুলোতে এমন কোনো অপরাধ নেই যা সংঘটিত হচ্ছে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যায় হত্যা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ, ধর্ষণসহ সব ঘটনাই ঘটছে ক্যাম্পাসে। রাজনৈতিক হানাহানি বর্তমানে তেমন প্রকট না হলেও বহুমাত্রিক অপরাধের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাম্পাস। বিভিন্ন হলে অবস্থানকারী বহিরাগত এবং এদের সহযোগী ছাত্ররা এসব অপরাধকর্মে জড়িত বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়।

ক্যাম্পাসে সংঘটিত এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পেছনে আর্থিক বিষয়টিকেই প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সূত্রগুলো। ক্যাম্পাসে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর এমনকি সাধারণ কর্মীদের হাতে বাহারী সব মোবাইল কিভাবে আসে—এ প্রশ্ন করে পুলিশের বিশেষ শাখার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, মেয়েঘটিত বিষয়গুলো বাদ দিলে, ক্যাম্পাসে সংঘটিত অধিকাংশ অপরাধকর্মই হচ্ছে আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে।

গত দুই বছরে ক্যাম্পাসে অপরাধকর্মের ধরন দেখে এর সত্যতা পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এম হলে গত বুধবার সর্বশেষ বেবিট্যাক্সি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ৩ যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ হলে বেবিটি নিয়ে আসে। তারা হলের ১৫২ নম্বর রুমের ছাত্র আলিমের কাছে আসে বলে জানা যায়। ভাড়ার টাকা দেওয়ার কথা বলে বেবিচালককে হলের ভিতরে এনে সেই ফাঁকে বেবিটি নিয়ে চম্পট দেয় তাদের অপর সঙ্গী।

গত এপ্রিলে বেসরকারি একটি কোম্পানিতে চাকরিরত গৌতম নামের এক যুবককে পলাশির মোড় থেকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে আসে জগন্নাথ হলের ছাত্র মৃদুল এবং তার সহযোগীরা। এ ঘটনার নেপথ্যে ছিল টাকা-পয়সা সংক্রান্ত লেনদেন।

১ মে শহীদুল্লাহ হলের ২০২৪ নম্বর রুমে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের মধ্যে গোলাগুলিতে ২ জন মারাত্মক আহত হয়। ঠিকাদারি এবং চাঁদাবাজির টাকার ভাগাভাগি নিয়ে এই বিরোধের সূত্রপাত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হলগুলো বহিরাগতমুক্ত বলে প্রচার করলেও বহিরাগতরা বহাল তবিয়তেই হলে থাকে। কোনো ঘটনা ঘটলে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। প্রথামাফিক ঘটনা তদন্তে তদন্ত কমিটি গঠন করলেও সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কালেভদ্রে আলোর মুখ দেখে। শহীদুল্লাহ হলের ঐ ঘটনায় হলের প্রভোস্ট সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জানান, বহিরাগত শাহীনকে হল থেকে বের করার জন্য আমি এতোদিন কুর অপেক্ষায় ছিলাম। অনেকবার তাকে হল থেকে চলে যাওয়ার জন্য বলা হলেও হল থেকে বের করা যায়নি। বহিরাগতদের খুঁটির কতো জোর তা এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। এই হলে থার্ড ফার্স্ট নাইটে বাঁধনকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় অভিযুক্ত চন্দনকে প্রায়ই দেখা যায়।

গত ১ এপ্রিল জহুরুল হক হলের পুকুরসংলগ্ন মাঠে ছিনতাইকৃত সোনার টাকার ভাগাভাগি নিয়ে খুন হয় লিটন নামের এক বহিরাগত সন্ত্রাসী। এ ঘটনায় উক্ত হলের ছাত্রলীগের এক নেতা জড়িত বলে জানা যায়।

গত বছরের ২৬ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ গ্যারেজে আবুল কাসেম ওরফে কইস্যা নামের এক ছিনতাইকারী নিহত হয়। এ মাসেই জহুরুল হক স্টাফ কোয়ার্টারের ২৭ নম্বর ফ্ল্যাটের চিলেকোঠায় একজন গার্মেন্টস কর্মীকে ধর্ষণ করা হয়।

জিয়া হলের এক ছাত্রকে হেরোইনসহ গ্রেপ্তার করা হয় এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। আনন্দবাজার বস্তি থেকে এক কেজি হেরোইন রাখার দায়ে তাকে আটক করা হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর-২০০০ এ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আলাউদ্দিন নামের এক দোকান কর্মচারীকে গুলি করে ৪ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা।

নগরীর অনেক টপটেররকে ঢা.বির কয়েকটি হলে দেখা যায়। এফ রহমান হলের একটি রুমে নীলক্ষেতের এক ব্যবসায়ী এবং উত্তরপাড়ার একটি হলে একজন আদম ব্যবসায়ী থাকে বলে জানা যায়।

কয়েক বছর আগে জগন্নাথ হলসংলগ্ন রাস্তায় যুগ্ম সচিব নিকুঞ্জ বিহারী ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। নির্জন এলাকা হওয়ায় সন্ত্রাসী ছিনতাইকারীরা অনেক সময় শিকারের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে বেছে নেয়।

অপরহণ, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার বা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলেও এদের অনেকেই ক্যাম্পাসে অবস্থান করে নতুন উদ্যমে অপরাধকর্ম চালিয়ে যায়।

রিকশা এবং বেবিচালকরা রাতের বেলায় সহসা ক্যাম্পাসে আসতে চায় না। কলাভবন, মলচত্বর এলাকায় প্রায় রাতেই এদের টাকা ছিনতাই হওয়ার কাহিনী শোনা যায়।